রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৩—১৫১
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৩৩—২৫৫
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৩—৪৩
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬১—৩৩২
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিগ্রহণ-২ শাখা

এল, এ কেস নং-১৭৩ (W) ১৯৬৬-১৯৬৭

ঘোষণা পত্র

"ফরম নং-ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৫ মাঘ ১৪৩১/১৯ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯০.২৪-১৩—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের, ১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর "৩" ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

তফসিল

মৌজা- ছোট- নিশানবাড়ীয়া, জেএল নং-৪১, সিট নং-০৩, উপজেলা- আমতলী, জেলা-বরগুনা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৪৪	৮৩৮	৩.৮৫	০.৭০

মোট জমির পরিমাণ-০.৭০ একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

এল, এ কেস নং-৩৭ (W) ১৯৬৯-১৯৭০
ঘোষণাপত্র
"ফরম নং-ঘ"

সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ০৫ মাঘ ১৪৩১/১৯ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯০.২৪-১৩—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর "৩" ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

মৌজা-আরপাংগাশিয়া, জেএল নং-৩২, সিট নং-০৩, উপজেলা- আমতলী, জেলা-বরগুনা।

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৪১৯	২০৯২	১.১২	০.১৩
৩৭৫, ৩৭৬, ৫৭৯	২০৯৩	০.৯৫	০.২৬
৭৬, ১৭৩, ২০৬, ৪১৯, ৫৭৭, ৫৯১	২০৯৪	০.৩৫	০.১৩
০৮	২০৯৫	০.৩১	০.১৩
৩৭৪	২০৯৬	০.৯৮	০.১৬
৩৭৪	২০৯৭	০.৪২	০.১২
৬৪	২০৯৮	১.২০	০.২৪
১৩৯	২১১২	০.১৯	০.১৭
৫৪৬	২১২১	০.৭৫	০.১৭
৭৬, ১৭৩, ২০৬, ৪১৯, ৫৭৭, ৫৯১	২১২২	০.৫৪	০.১৭
১৩৯	২১২৬	০.৭৯	০.১৭

মোট জমির পরিমাণ-১.৮৫ একর মাত্র।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব

এল. এ. কেস নং-০৪ (W) ৭০-৭১

ঘোষণাপত্র

ঘ - ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ।

তারিখ: ০৫ মাঘ ১৪৩১/১৯ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯০.২৪-১৩—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ (১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন ১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৫-৪-১৯৭২খ্রি. তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো।

তফসিল

মৌজার নাম: দ:চর মানিকা, জেএল নং-১১৯ উপজেলার নাম: চরফ্যাশন, জেলার নাম: ভোলা

দাগ নং	মোট জমির পরিমাণ একর
১২৪৯/২৯০১, ১২৪৯/২৯২৭, ১২৪৯/২৯২৮, ১২৪৯/২৯৪০, ১২৪৯/২৯৪২, ১২৪৯/২৯৪৩, ১২৪৯/২৯৪৪, ১২৪৯/২৯৫৮, ১২৪৯/২৯৬৬, ১২৪৯/২৯৬১	২০.০০ একর

জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব

এল. এ. কেস নং-০৬/ ৭০-৭১
ফরম-'ঘ'
(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ০৫ মাঘ ১৪৩১/১৯ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯০.২৪-১৩—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১১-০১-৭১খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ- ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজাঃ কাঠালী, জে, এল নং-৭০, উপজেলাঃ ভোলা সদর, জেলাঃ ভোলা,

দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ(একরে)
৬৪৮,৬৮১,৬৮২	১.৭৩

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব

এল. এ. কেস নং-০৯(w)/ ৬৯-৭০
ফরম-'ঘ'
(০৫ নং বিধি দ্রষ্টব্য)
ঘোষণা
[১১(২) ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ০৫ মাঘ ১৪৩১/১৯ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০৯০.২৪-১৩—যেহেতু নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুমদখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৩-০২-৭০ খ্রিঃ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তি সমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হলো এবং ইহা সর্ব প্রকার দায় দায়িত্ব মুক্ত হয়ে সরকারের ওপর অর্পিত হলো।

তফসিল

মৌজাঃ জাহানপুর, জে, এল নং-৯৮, সিট নং-০৪, উপজেলা: চরফ্যাশন, জেলা: ভোলা

দাগ নং (এস, এ)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
১৮০৯, ১৮১২, ১৮১৩, ১৮১৫, ১৮১৯, ১৮৫০, ১৮৮৭, ১৮৮৯, ১৮৯১, ১৮৯২, ১৮৯৫, ১৮৯৭, বাটা $\frac{১৮১৯}{২০৫৩}$ ।	৮.২৩

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভোলা এর ভূমি হুকুম দখল শাখায় দেখা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন অধিশাখা-১৭

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৫.০০.০০০০.০৫৩.০০৩.০০৫.১৯৯৮.২৬**—The Building Construction Act, 1952 ও Bangladesh National Building code (BNBC 2020) এর Part-2, Chapter-2 এর অনুচ্ছেদ-১৫ (paragraph-15) এর আলোকে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিসি কমিটি নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

চেয়ারম্যান

১। প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

সদস্যবৃন্দ

২। সিনিয়র সহকারী সচিব (মনিটরিং শাখা-১১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

৩। উপপরিচালক (প্রশাসন) (প্রেষণে নিয়োগকৃত), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা উন্নয়ন কৃর্তপক্ষ (চেয়ারম্যান, খুউক কর্তৃক মনোনীত)।

৫। স্থপতি, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

৬। পরিকল্পনা অফিসার, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

সদস্য-সচিব

৭। অথরাইজড অফিসার, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

২। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখা-৬ এর ০৬-১২-২০০৯ তারিখের প্রশা-৬/খুউক-৫/৯৮/৬৯৯ নম্বর স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাঃ ফেরদৌসী বেগম
যুগ্মসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২৪ পৌষ ১৪৩১/০৮ জানুয়ারি ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৪৫.২০২৪-১৩**—যেহেতু, জনাব জিসানুল হক, বিপি-৮৫১৪১৬৬৩৩১, সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, সিটিএসবি এন্ড প্রটেকশন, জিএমপি, গাজীপুর, বর্তমানে উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন ও ধানমন্ডি জোন), ডিএমপি, ঢাকা এর বিরুদ্ধে গত ১২-০২-২০২৪ খ্রিঃ তারিখ ১৯.০৯ ঘটিকায় তার ব্যবহৃত সরকারি মোবাইল নাম্বারের (০১৩২০০৭০৩৩১) হোয়াটসঅ্যাপ হতে জিএমপি, গাজীপুরে এলআইসি শাখায় কর্মরত এসআই (নিরস্ত্র) পরিমল চন্দ্র দাসের ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপে (০১৭২১৪৬৯৪০১) ডিএমপি'র সাবেক পুলিশ কমিশনার জনাব আছাদুজ্জামান মিয়ার মোবাইল নাম্বারে (০১৭১১৩৫৭৪১৩) এনআইডি চেয়ে মেসেজ দেওয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার প্রস্তাব পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

২। যেহেতু, গত ১২-১২-২০২৪ তারিখ অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তদপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তের ব্যক্তিগত শুনানি গত ০৮-০১-২০২৫ তারিখ গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য এবং তার বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেয়া যায়;

৩। সেহেতু, জনাব জিসানুল হক, বিপি-৮৫১৪১৬৬৩৩১, সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, সিটিএসবি এন্ড প্রটেকশন, জিএমপি, গাজীপুর, বর্তমানে উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন ও ধানমন্ডি জোন), ডিএমপি, ঢাকা-এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার লিখিত জবাবসমূহ, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তাকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৪৩.২৪-১৪**—যেহেতু, জনাব মনিরুজ্জামান (বিপি-৭৭০১০৪৬৪৭৪), নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, এসবি, ঢাকা অফিসার ইনচার্জ হিসাবে সোনারগাঁও থানা, নারায়ণগঞ্জ জেলায় কর্মরত থাকাকালে দুইটি আলাদা ঘটনায় বাদীর এজাহারের ভিত্তিতে সোনারগাঁও থানার মামলা নং-৬৭ (১২) ১৯, ধারা-৩৪১/১৭০/৩৭৯/৩২৮/৩৪ পেনাল কোড এবং মামলা নং-২৩(১)২২, ধারা-৩৪১/১৭০/৩৭৯/৩২৮/৩৪ পেনাল কোড রুজু করেন। উক্ত মামলার সাক্ষীদের বক্তব্য ও এজাহার পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঘটনা দুটিতে ডাকাতির সকল উপাদান বিদ্যমান ছিল। তথাপি তিনি ডাকাতির ঘটনা এড়িয়ে চুরি মামলা রুজু করেন। পরবর্তীতে ধারা সংযোজনের পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে আপিল আবেদনকারী তার দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে মামলার রেকর্ডিং অফিসার হিসেবে আপিল আবেদনকারী মামলার এজাহারে ডাকাতির উপাদান থাকা সত্ত্বেও ডাকাতির মামলা না নেয়ার দায় এড়াতে পারেন না। এছাড়া আপিল আবেদনকারী তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডাতে নতুন কোনো তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করতে পারেননি। আপিল আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেছেন। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "০১ (এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ০৮-০১-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব মনিরুজ্জামান (বিপি-৭৭০১০৪৬৪৭৪), নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক, এসবি, ঢাকা ও সাবেক অফিসার ইনচার্জ, সোনারগাঁও থানা, নারায়ণগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক 'লঘুদণ্ড' "০১ (এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" দণ্ডাদেশ সার্বিক পর্যালোচনায় মওকুফ করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৪৬.২০২৪-১৫**—যেহেতু, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান (বিপি-৬৮৯১০১০৪৯৩), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সিআইডি, ঢাকা (বর্তমানে নৌ পুলিশ, ঢাকা হতে বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশপ্রাপ্ত)। অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক ২০০৭ সালে মুক্তাগাছা থানার অফিসার ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত থাকাকালে অভিযোগকারী জেসমিন আক্তারের সাথে পরিচয় হয়। পরিচয়ের সূত্র ধরে তাদের মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক অভিযোগকারী জেসমিন আক্তারকে বিবাহ করেন। বিবাহের ০৩ দিন পরপরই অভিযোগকারী জেসমিন আক্তার আমেরিকা চলে যান। অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক ২য় বিবাহের পূর্বে পুলিশ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করেননি এবং ১ম স্ত্রী ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার এর অনুমতি পত্রের কপি কাজির নিকট উপস্থাপন না করে নিকাহনামার ২১নং কলাম ও ২২ নং কলামে ভুল তথ্য দিয়েছেন; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক ১৯৯৯ সালে রাজউকের প্লটের আবেদনের প্রেক্ষিতে ০৩ (তিন) কাঠার একটি প্লট প্রাপ্ত হন এবং নিজ জেলার বাহিরে গত ৩১-০১-২০১৩ তারিখ গাজীপুর সদর উপজেলার বঘলবাড়ী গ্রামে ২.১৭/৮০ শতাংশ জমি এবং ঢাকার বসিলা আক্কাসনগর, রামচন্দ্রপুর মৌজায় ৩.০৩ কাঠা জমি ক্রয় করেন। তিনি এ সংক্রান্তে পুলিশ মহাপরিদর্শক এর অনুমতি গ্রহণ করেননি; এবং

৩। যেহেতু, অভিযোগকারী জেসমিন আক্তার আমেরিকায় থাকাকালে অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শককে মোট (৮,৭০,২২৭-/ আট লক্ষ সত্তর হাজার দুইশত সাতাশ) টাকা প্রদান করেন এবং বাকি (৪,৭০,২২৭-/ চার লক্ষ সত্তর হাজার দুইশত সাতাশ) টাকা অভিযুক্তের কাছে থেকে যায়। অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেছেন। তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে একমত পোষণ করে তাকে উল্লিখিত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শককে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(খ) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে "বাধ্যতামূলক অবসর" দণ্ড প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন; এবং

৪। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ০৮-০১-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৫। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৬। সেহেতু, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান (বিপি-৬৮৯১০১০৪৯৩), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সিআইডি, ঢাকা (বর্তমানে নৌ পুলিশ, ঢাকা হতে বাধ্যতামূলক অবসরের আদেশপ্রাপ্ত)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (খ) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে "বাধ্যতামূলক অবসর দণ্ড" প্রদান করা হয়। গুরুদণ্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৮৮.২০২৪-১৬**—যেহেতু, সৈয়দ মান্নান আলী (বিপি-৬৫৯০০৩৩৭৯২), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ট্যুরিস্ট পুলিশ, ঢাকা ১৭-০৭-২০১৮ হতে ১৩-০১-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত অফিসার ইনচার্জ হিসাবে দেবহাটা থানা, সাতক্ষীরায় কর্মরত থাকাকালে বিভিন্ন ইস্যুতে একই থানায় কর্মরত এসআই, এএসআইদের দ্বারা স্থানীয় লোকজনদের মধ্য হতে উদ্দেশ্যেমূলকভাবে কিছু লোককে আটক করে থানায় নিয়ে এসে উৎকোচ গ্রহণের বিনিময়ে অথবা থানা হাজতে আটক রেখে হেনস্থা করার মাধ্যমে ছেড়ে দেন। প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনাকালে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ সাক্ষ্য প্রমাণে প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের পক্ষে লিখিত এবং মৌখিক সাক্ষ্য সংগ্রহপূর্বক মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা, অকর্মকর্তাসুলভ আচরণ ও দুর্নীতিপরায়ণতা ইত্যাদি প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) এ বর্ণিত 'অসদাচরণ' এর দায়ে একই বিধিমালার বিধি-৪(৩)(ক) মোতাবেক 'গুরুদণ্ড' হিসাবে ০১ (এক) বছরের জন্য 'নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ' দণ্ড প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন; এবং

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ০৮-০১-২০২৫ তারিখ আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে তিনি আপিলকারী কর্মকর্তা হিসেবে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের বিষয়ে দণ্ড প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, সৈয়দ মান্নান আলী (বিপি-৬৫৯০০৩৩৭৯২), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), ট্যুরিষ্ট পুলিশ, ঢাকা ও সাবেক অফিসার ইনচার্জ, দেবহাটা থানা, সাতক্ষীরা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩)(ক) মোতাবেক ০১ (এক) বছরের জন্য 'নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ' গুরুদণ্ডাদেশ বহাল রাখা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শৃঙ্খলা বিষয়ক শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ: ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/০৮ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **৩৭.০০.০০০০.০৯৫.০২৭.০৩.২০২৪.৬৭৬**—যেহেতু, জনাব মো: হুমায়ুন কবির, সহকারী শিক্ষক (বাংলা) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সালাহউদ্দিন ইউসুফ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) ধারা ১০ অনুযায়ী শ্লীলতাহানির ফৌজদারি অপরাধে কেএমপি, খুলনায় মামলা নং-১৭/১২০; তারিখ: ২৫-০৫-২০২৪ দায়েরের প্রেক্ষিতে গত ২৫-০৫-২০২৪ তারিখে গ্রেফতার হয়ে আদালতে প্রেরিত হয়। তদপ্রেক্ষিতে তাকে গত ২৫-০৫-২০২৪ তারিখ থেকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, পরবর্তীতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩, খুলনায় গত ০৩-১০-২০২৪ তারিখ আদেশের প্রেক্ষিতে মামলাটি খারিজ হয়েছে এবং মামলা হতে আসামিকে খালাস প্রদান করা হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মো: হুমায়ুন কবির, সহকারী শিক্ষক (বাংলা) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), সালাহউদ্দিন ইউসুফ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৩৯(৩) ধারা অনুযায়ী প্রত্যাহার করে তাকে সরকারি চাকুরিতে পুনর্বহাল করা হলো। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১ এর বিধি-৭২ (এ) অনুযায়ী তার সাময়িক বরখাস্তকাল-কে কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হলো এবং তিনি সাময়িক বরখাস্তকালের পূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সিদ্দিক জোবায়ের
সিনিয়র সচিব।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৯ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৩ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৯.০০.০০০০.৮৫৫.২৭.০১০.১৮/২৩—যেহেতু, বিসিএস (পররাষ্ট্র বিষয়ক) ক্যাডারের ১৩-তম ব্যাচের কর্মকর্তা জনাব আব্দুল মোতালেব সরকার (পরিচিতি নম্বর ০০৯৩), প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, বৈরুত, লেবানন এবং বর্তমানে মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) এবং ৩(ঘ) অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ' এবং 'দুর্নীতি পরায়ণতা'-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) অনুযায়ী ৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের ১৯.০০.০০০০.৮৫৫.২৭.০১১.১৮.৯১ নং প্রজ্ঞাপনমূলে '০৩ (তিন) বছরের পদোন্নতি স্থগিত' রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব আব্দুল মোতালেব সরকার উক্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবর আবেদন করলে মাহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করে জনাব আব্দুল মোতালেব সরকার-এঁর উপর আরোপিত দণ্ডাদেশ বাতিলের আদেশ প্রদান করেন;

সেহেতু, জনাব আব্দুল মোতালেব সরকার (পরিচিতি নম্বর ০০৯৩), প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, বৈরুত, লেবানন এবং বর্তমানে মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) অনুযায়ী প্রদত্ত '০৩ (তিন) বছরের পদোন্নতি স্থগতি' রাখার লঘুদণ্ড বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জসীম উদ্দিন
পররাষ্ট্র সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১/১০ ডিসেম্বর ২০২৪

নং **৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০১০.২১-২৭১**—যেহেতু, জনাব হালিমা খাতুন, উপপরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (সাবেক সমাজসেবা কর্মকর্তা, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম-৫, ৯-১১ আজিমপুর, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আজিমপুর, ঢাকা এর জন্য মেডিসিন ও সার্জিক্যাল আইটেম অ্যান্ড ইকুইপমেন্টস ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণা ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে সরকারি ১,৪০,৮৭,০৩৯/১৬ টাকা ক্ষতিসাধন/আত্মসাতের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ১৮/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় (স্মারক নম্বর: ৪১.০০.০০০০.০২০.২৭. ০১০.২১-১৯৯, তারিখ: ০৬ অক্টোবর ২০২১);

২। যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জবাব দাখিলকরত ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। ১১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের পর অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় (স্মারক নম্বর: ৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০১০.২১-২৪৬, তারিখ: ২১ নভেম্বর ২০২১)। তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযোগের বিষয়ে বিধিমত তদন্তকরতঃ প্রতিবেদন দাখিল করেন (স্মারক নম্বর: ৪১.০০.০০০০.০৩৪.২৬.০০১.২১.৩০, তারিখ: ১১ জানুয়ারি ২০২৩);

৩। যেহেতু দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়নি;

৪। যেহেতু, জনাব হালিমা খাতুন, উপপরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (সাবেক সমাজসেবা কর্মকর্তা, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম-৫, ৯-১১ আজিমপুর, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় (মামল নম্বর ১৭ (১২)১৯ তারিখ: ১৭-১২-২০১৯) মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ, ঢাকা এর বিজ্ঞ বিচারক ১৯-০৮-২০২৪ তারিখের ৫৪ নম্বর আদেশে জনাব হালিমা খাতুন-কে উক্ত মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো মর্মে আদেশ প্রদান করেন; এবং

৫। যেহেতু, জনাব হালিমা খাতুন, উপপরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (সাবেক সমাজসেবা কর্মকর্তা, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম-৫, ৯-১১ আজিমপুর, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১৮/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ বিধি ৩(খ) ও (ঘ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ" এর অভিযোগ সাক্ষ্য প্রমাণাদি ও পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়নি এবং আদালত কর্তৃক বর্ণিত মামলা হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

৬। সেহেতু, একই বিধিমালার ৭(২)(ক) বিধি মোতাবেক অভিযোগের দায় হতে জনাব হালিমা খাতুন, উপপরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (সাবেক সমাজসেবা কর্মকর্তা, শহর সমাজসেবা কার্যক্রম-৫, ৯-১১ আজিমপুর, ঢাকা)-কে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৭। তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে।

৮। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মহিউদ্দিন
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১৬২.২০২০-২০—যেহেতু, ডা. রাজীব ঘোষ (১১৩৪৮৫), সহকারী অধ্যাপক (মেডিসিন), ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, (সংযুক্ত: রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ, রাঙ্গামাটি)-এর বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের ৩ ধারায় চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে রুজুকৃত ১৬৪৬/২০২০ (কোতেয়ালি) নং সিআর মামলায় ০৩-১০-২০২১ খ্রি. তারিখে তাকে গ্রেফতারপূর্বক জেলহাজতে অন্তরীণ করা হয়;

যেহেতু সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) ধারা, বি.এস.আর পার্ট-১ এর ৭৩ নং বিধির ২ নং নোট এবং সংস্থাপন বিভাগের ২১-১১-১৯৭৮ তারিখের ED (Reg-VI)-S-123/78115(500) নং অফিস স্মারকের আলোকে উক্ত কর্মকর্তাকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০১-১২-২০২১খ্রি. তারিখের ৪৩৬ নং স্মারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু ডা. রাজীব ঘোষ উক্ত ফৌজদারি মামলার কার্যক্রমের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারি মিস কেস ৬৭১৬/২০২৩ দায়ের করলে বিজ্ঞ আদালত ১৬৪৬/২০২০ নং সিআর মামলার কার্যক্রম দুই দফায় মোট দুই বছরের জন্য স্থগিত করেন;

সেহেতু, ডা. রাজীব ঘোষের সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হল। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধিমোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইদুর রহমান
সচিব।

প্রশাসন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২২ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৫.০০.০০০০.১৪১.৮১.০০১.২৩.১০৩**—যেহেতু, জনাব মো: মইনুল ইসলাম, টেকনিক্যাল ম্যানেজার (রিপেয়ার), (চলতি দায়িত্ব), নিমিউ অ্যান্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা কর্তৃক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় বিশেষ সহকারী (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) ফাইলে স্বাক্ষরকালে ফাইলসহ মাননীয় বিশেষ সহকারী ছবি উঠান। সরকারি চাকুরি বিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে উক্ত ছবিটি সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারসহ অন্যান্যদের সাথে শেয়ার করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে; এবং

২। যেহেতু, তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার করেছেন এবং সুষ্ঠু তদন্ত ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী বরখাস্তযোগ্য। সেহেতু, কর্তৃপক্ষ তাকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করেন;

৩। সেহেতু, উক্ত বিধিমালার বিধি ১২(১) অনুযায়ী জনাব মো: মইনুল ইসলাম, টেকনিক্যাল ম্যানেজার (রিপেয়ার, চলতি দায়িত্ব), নিমিউ অ্যান্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা-কে, চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক সাময়িক বরখাস্তকালে খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইদুর রহমান
সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১লা মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি, ২০২৫খ্রি.

নং **৭১/২০২৫/কাস্টমস/৬২৯**—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় অবস্থিত মেসার্স মাসুদ এন্টারপ্রাইজ (ডিউটি ফ্রি শপ), ঠিকানা: ১১১/৪, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা (বন্ড লাইসেন্স ১৮৮৯/কাস-এসবিডব্লিউ/২০১৮, তারিখ-১৫-০৩-২০১৮ খ্রি.) এর অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য নিম্নরূপ বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করিল, যথা:

ক্র.নং	আমদানিকৃত পণ্য	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
১.	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	৪২,০০০.০০ (বিয়াল্লিশ হাজার)
২.	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস	৭৯,০০০.০০ (উনাশি হাজার)
৩.	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	০.০০
৪.	কনফেকশনারী, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন অ্যালকোহলিক বেভারেজ	০.০০
	সর্বমোট=	১,২১,০০০.০০ (এক লক্ষ একুশ হাজার) মার্কিন ডলার

মোঃ আল আমিন
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

শাখা ডি-৫

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৯ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৩ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.০৫০.৯৯.০০৩.১৯-৯**—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড (বিএএসবি)-এর কেন্দ্রীয় পর্ষদের ৫ম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিএএসবির বিদ্যমান ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙ্গে নতুন বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের বিষয়ে প্রস্তাবনা প্রণয়নের লক্ষ্যে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো:

বিএএসবির ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙ্গে নতুন বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের বিষয়ে প্রস্তাবনা প্রণয়ন কমিটি

১)	সভাপতি	:	অনুবিভাগ প্রধান (অনুবিভাগ-৩), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
২)	সদস্য	:	প্রকৌশল উপদেষ্টা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৩)	সদস্য	:	উপপরিচালক, বিএএসবি
৪)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
৫)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি, সেনাসদর ই-ইন-সি'র কার্যালয় (পূর্ত পরিদপ্তর)
৬)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি সেনাবাহিনী (পুনর্বাসন ও কল্যাণ সংক্রান্ত শাখা/পরিদপ্তর)
৭)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি নৌবাহিনী (পুনর্বাসন ও কল্যাণ সংক্রান্ত শাখা/পরিদপ্তর)
৮)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি বিমানবাহিনী (পুনর্বাসন ও কল্যাণ সংক্রান্ত শাখা/পরিদপ্তর)
৯)	সদস্য-সচিব	:	প্রশাসনিক কর্মকর্তা (মেজর), বিএএসবি

২। কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

(ক) ঢাকার কাকরাইলে অবস্থিত বিএএসবির স্থিত ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো অপসারণপূর্বক তদস্থলে একটি নতুন বাণিজ্যিক অফিস ভবন নির্মাণের যৌক্তিকতাসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।

(খ) কমিটি সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **২৩.০০.০০০০.০৫০.৯৯.০০৩.১৯-১০**—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড (বিএএসবি)-এর কেন্দ্রীয় পর্ষদের ৫ম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিএএসবির বিদ্যমান নিয়োগবিধি সংশোধনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নিরীক্ষা কমিটি গঠন করা হলো:

বিএএসবির নিয়োগবিধি সংশোধন সংক্রান্ত কমিটি

১)	সভাপতি	:	পরিচালক, বিএএসবি
২)	সদস্য	:	উপপরিচালক, বিএএসবি
৩)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
৪)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি, সেনাবাহিনী সদর দপ্তর
৫)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি, নৌবাহিনী সদর দপ্তর
৬)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি, বিমানবাহিনী সদর দপ্তর
৭)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৮)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি, অর্থ মন্ত্রণালয়
৯)	সদস্য	:	১× অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা
১০)	সদস্য	:	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (ডি-৫), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
১১)	সদস্য-সচিব	:	প্রশাসনিক কর্মকর্তা (মেজর), বিএএসবি

২। **কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:**

(ক) ২০১৪ সালের নিয়োগবিধিতে গ্রেড অনুযায়ী নির্ধারিত বেতন কাঠামো, কর্মচারীগণের পদোন্নতি, পদ অনুযায়ী বয়সসীমা, কর্মচারীগণের পেনশন/গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত অস্পষ্টতা দূরীকরণ/যুগোপযোগী করে নিয়োগবিধি সংশোধনের প্রস্তাবনাসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।

(খ) কমিটি সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **২৩.০০.০০০০.০৫০.৯৯.০০৩.১৯-১১**—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড (বিএএসবি)-এর কেন্দ্রীয় পর্ষদের ৫ম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিএএসবির বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুর্নগঠন ও সংশোধনের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাই ও নিরীক্ষা কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

বিএএসবির সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন ও সংশোধন সংক্রান্ত কমিটি:

ক)	সভাপতি	:	পরিচালক, বিএএসবি
খ)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি, সেনাবাহিনী সদর দপ্তর
গ)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি, নৌবাহিনী সদর দপ্তর
ঘ)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি, বিমানবাহিনী সদর দপ্তর
ঙ)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
চ)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ছ)	সদস্য	:	১× প্রতিনিধি, অর্থ মন্ত্রণালয়
জ)	সদস্য	:	১× অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা
ঝ)	সদস্য-সচিব	:	১× প্রতিনিধি বিএএসবি

২। **কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:**

(ক) বিএএসবির বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো যাচাই-বাছাই ও নিরীক্ষান্তে সংশোধনের প্রস্তাবনাসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।

(খ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং **২৩.০০.০০০০.০৫০.৯৯.০০৩.১৯-১২**—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড (বিএএসবি)-এর কেন্দ্রীয় পর্ষদের ৫ম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে উক্ত বোর্ডের বিদ্যমান গঠনতন্ত্র যাচাই-বাছাই/নিরীক্ষাপূর্বক যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করা হলো:

বিএএসবির ১৯৭২ সালে প্রণীত গঠনতন্ত্র যুগোপযোগী করে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন/সংশোধন কমিটি

আহবায়ক

১) অনুবিভাগ প্রধান (অনুবিভাগ-১), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২) উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, ডি-২৩ শাখা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

৩) বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের প্রতিনিধি

৪) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি

৫) সেনা সদরের প্রতিনিধি

৬) নৌ সদরের প্রতিনিধি

৭) বিমান সদরের প্রতিনিধি

৮) সেনা সদর, জ্যাজ্ এড্ভোকেট জেনারেল ডিপার্টমেন্ট এর একজন প্রতিনিধি

৯) নৌবাহিনীর সদর দপ্তর, জ্যাজ্ এড্ভোকেট জেনারেল ডিপার্টমেন্ট এর একজন প্রতি প্রতিনিধি

১০) বিমান সদর দপ্তর, জ্যাজ্ এড্ভোকেট জেনারেল ডিপার্টমেন্ট এর একজন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

১১) উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, ডি-৫ শাখা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

২। কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপঃ

(ক) কমিটি ১৯৭২ সালে ইংরেজি ভাষায় প্রণীত বিএএসবির বিদ্যমান গঠনতন্ত্র যাচাই-বাছাই ও নিরীক্ষান্তে যুগোপযোগী করে বাংলায় প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।

(খ) কমিটি সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

তওহীদ আহমদ সজল
উপসচিব।

ডি-১৪ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ মাঘ ১৪৩১/২২ জানুয়ারি ২০২৫

নং **২৩.০০.০০০০.১৪০.১৯.১৯৯.২১-২১**—ভারতের নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিরক্ষা শাখায় কর্মরত প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা বিএ-৫০৩৪ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাফিজুর রহমান, এনডিসি, পিএসসি-এর গত ০৫ জুলাই ২০২৪ তারিখে জন্মগ্রহণকারী দ্বিতীয় সন্তান রুফাইদা রহমান মীম-এর নাম পরিবারের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

২। প্রচলিত বিধি অনুযায়ী উক্ত সন্তান সকল সরকারি সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

ডি-১৮ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২০ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.২৭৭.২২-২৩**—সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে কর্মরত অধীক্ষক (প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, পরিচিতি নম্বর-২৬২, প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর) জনাব এম. মাহাবুবুল আলম (ব্যক্তিগত নম্বর ৬০৭১) এর বিরুদ্ধে 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1961'- এর রুল ৭ এর সাব-রুল ৩ অনুযায়ী দুর্নীতি (Corruption) এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর ডি-১৮/০৮/২০২২-এ উক্ত রুলস এর রুল ৮ এর সাব-রুল ১(ই) অনুসারে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখের ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.২৭৭.২২.১১৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে প্রদত্ত 'নিম্ন পদে নামিয়ে দেওয়ার (Reduction to a lower post)' গুরুদণ্ড অর্থাৎ অধীক্ষক পদে নামিয়ে দেওয়ার গুরুদণ্ড শাস্তির আদেশ পুনর্বিবেচনার আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'confirm the order (বহাল থাকুক)' আদেশ প্রদান করা হয়েছে।

মোঃ আশরাফ উদ্দিন
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২২ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৭৭.২২.৩১**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএসএস-১০২২২৯ ক্যাপ্টেন মোঃ সাদমান সিফাত, এএমসি-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট(রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮ (সি), ২৫৩(এ), ২৬১ এবং ২৬৯(এ) অনুসারে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে 'বরখাস্ত' করা হলো।

২। এ আদেশ জারির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসারের 'বরখাস্ত' কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
গবেষণা-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ পৌষ ১৪৩১/০৯ জানুয়ারি ২০২৫

নং **১২.০০.০০০০.০৬৩.৯৯.০৩০.২৪-১২**—বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ এর ধারা ৭(১) এর বিধান অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২২-১০-২০২৪ তারিখে জারীকৃত ১২.০০.০০০০.০৬৩.৯৯.০০৯.১৭-৩০৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের (গ)নং ক্রমিকে উল্লিখিত "উপসচিব, গবেষণা-৩ অধিশাখা" শব্দগুলো "যুগ্মসচিব (গবেষণা অধিশাখা)" দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হলো।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ মনিরুজ্জামান
উপসচিব।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
মানব সম্পদ শাখা-১

শোক-প্রস্তাব

তারিখ: ০৭ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২১ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **১১.০০.০০০০.৮০৩.৪৫.২৭১.১৯.৩০**—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সহকারী পরিচালক (গণসংযোগ), মাফরুহা বেগম হঠাৎ অসুস্থ হলে তাঁকে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গত ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শনিবার রাত ০২.১৫ ঘটিকায় নেয়া হলে ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

২। মরহুম মাফরুহা বেগম একজন সৎ, কর্তব্যপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ও ০২ (দুই) সন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৩। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় মরহুম মাফরুহা বেগম-এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

এ.টি.এম. সিদ্দিকুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (মানব সম্পদ)
সচিব এর রুটিন দায়িত্ব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৪ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০১১.২৪-৩২**—যেহেতু, জনাব শেখ আব্দুল গনি, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, যশোর ইতঃপূর্বে সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট বিভাগীয় প্রার্থী হিসেবে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদে যোগদানকৃত ০২ জন কর্মকর্তার শিক্ষক পদে যোগদানের তারিখ হতে কর্মকাল গণনাপূর্বক জ্যেষ্ঠতা, পদোন্নতি, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট ও পেনশন সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে দায়েরকৃত মামলার বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে ন্যূনতম অবহিত না করে বাদীগণের পক্ষে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জবাব দাখিল করায় সরকারের বিপক্ষে রায় হয় এবং এতে মারাত্মক প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে; এবং

যেহেতু, তিনি প্রায়শই সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন মামলায় স্বপ্রণোদিতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে সরকারের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার উক্তরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন ও শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন, লিখিত জবাব, শুনানিতে উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব শেখ আব্দুল গনি, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, যশোর ইতঃপূর্বে সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট কর্মরত থাকাকালে এ.টি মামলা নম্বর ৪৪/২০১৮ এর জবাবের যাবতীয় কার্যক্রম কর্তৃপক্ষের (জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের) সাথে পরামর্শ না করে নিজেই ফরোয়ার্ডিং দিয়ে প্যানেল আইনজীবী, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল, খুলনায় প্রেরণ করেন। তিনি জবাবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৩-০৫-২০১১ তারিখের নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি) বিধিমালা, ২০১১ অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের কথা বলেছেন। এই ভুল ব্যাখ্যার কারণে সরকারের বিপক্ষে রায় হয়েছে। সহকারী শিক্ষক পদটি ৩য় শ্রেণির হওয়ায় ২য় শ্রেণির পদের সাথে সমন্বয় করে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু তার ভুল ব্যাখ্যার জন্য সরকারের বিপক্ষে আদেশ হয়। এরূপ কর্মকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব শেখ আব্দুল গনি, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, যশোর (প্রাক্তন সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪ ২(ক) অনুযায়ী "তিরস্কার" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ০৫ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৯ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০০২.২৪-৪৫**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ জুলফিকার আলী, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, পঞ্চগড় বিগত ১৯-১০-২০১৯ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) ও ৩ (গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে ২৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় এবং ই-মেইল যোগে প্রেরণ করে জবাব দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তার নিকট হতে জবাব পাওয়া না যাওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, "তদন্তকালীন প্রাপ্ত সকল তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনায় জনাব মোহাম্মদ জুলফিকার আলী, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, পঞ্চগড়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ (খ) ও ৩ (গ) মোতাবেক অসদাচরণ ও পলায়নের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে" মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং নথি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ তার কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় এবং ই-মেইল যোগে প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু, কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রেরিত নোটিশটি "প্রাপককে অদ্যাবধি পিটিআই-এ পাওয়া গেল না মতে ফেরৎ" মন্তব্যসহ ডাকবিভাগ হতে ফেরত আসে। স্থায়ী ঠিকারনায় প্রেরিত পত্রটি ফেরত আসেনি আবার জবাবও পাওয়া যায়নি এবং ই-মেইল যোগে প্রেরিত পত্রেরও কোনো জবাব পাওয়া যায়নি; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে কোনো জবাব না পাওয়ায় ২য় কারণ দর্শানো নোটিশটি 'দৈনিক নয়াদিগন্ত' এবং 'THE NEW AGE ' পত্রিকায় ০৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে প্রকাশ করা হলেও তার নিকট হতে কোনো জবাব পাওয়া যায়নি; এবং

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ ১৯ অক্টোবর ২০১৯ থেকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত/পরামর্শ চাওয়া হলে এ মন্ত্রাণালয়ের প্রস্তাবের সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে মতামত প্রদান করে।

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ জুলফিকার আলী, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, পঞ্চগড়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক অননুমোদিতভাবে তার কর্মস্থলে অনুপস্থিতির তারিখ ১৯-১০-২০১৯ খ্রি. থেকে **'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ'** গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ /১৫ জানুয়ারি ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৬.২৪-১৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ হাসান নাহিদ চৌধুরী (বিপি-৭২০৫১১৬৯৭২), কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার) আরআরএফ, সিলেট ইতঃপূর্বে পুলিশ সুপার, শেরপুর হিসেবে কর্মরত থাকাকালে তার অধীনস্থ রিজার্ভ অফিসের আরও-১ এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ নূরুল হুদা (বিপি-৭৭১৯৬০৪১৫২৪) এবং তার সরকারি গাড়ির ড্রাইভার কনস্টেবল মোঃ সোহাগ হোসেন (বিপি-৮৬০৬১০৭৪৫৪)-দ্বয় কর্তৃক মাদক গ্রহণ সংক্রান্তে একটি ভিডিও Leader of Bangladesh@lbd20.politician আইডি হতে কনস্টেবল সোহাগ ও মাদক সরবরাহকারী অলক সাহার মধ্যকার ফোনালাপ ফেসবুকে ভাইরাল হয়। বিশেষজ্ঞগণের মতামত অনুযায়ী উক্ত ভিডিওটি এডিটকৃত নয়, ভিডিওটিতে মাদক থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং ভিডিও ধারণকারী অলক সাহা তার বক্তব্যেও এসআই নূরুল হুদাকে দুই বোতল ফেনসিডিল প্রদানের সময় তিনি ভিডিওটি ধারণ করেছেন মর্মে উল্লেখ করেন । তথাপিও তিনি অধীনস্থ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে অপেশাদার ও শৃঙ্খলা বহির্ভূত এহেন গুরুতর অভিযোগের ব্যাপারে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তার প্রশ্রয়ে অভিযুক্ত এসআই মোঃ নূরুল হুদা প্রতিহিংসামূলকভাবে ব্যক্তিগত ও সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজে বাদী হয়ে ভিডিও ধারণকারী অলক সাহা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিওটি ভাইরাল করার সাথে জড়িত সন্দেহে জাহিদ হাসান খোকন'দ্বয়ের বিরুদ্ধে শেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করেন এবং উক্ত মামলায় বাদী এস আই মোঃ নূরুল হুদা (বিপি-৭৭১৯৬০৪১৫২৪) ডিবি পুলিশের সাথে অভিযানে অংশগ্রহণ করে মামলার আসামীদের গ্রেফতার করে নিজেই জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন করেন এবং মামলাটির তদন্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে অস্বভাবিক ও নিয়ম-বহির্ভূত কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। নির্যাতনের সময় উক্ত এসআই নিজেই ভিডিও ধারণ করেছেন মর্মে অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে। এরকম কার্যকলাপ প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও অধীনস্থ পুলিশ সদস্যের এই ধরনের শৃঙ্খলা বহির্ভূত অপেশাদার কর্মকান্ডের বিষয়ে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার অভিযোগে গত ০৭-০২-২০২৪ তারিখ তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০-০৭-২০২৪ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

২। যেহেতু, শুনানিকালে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক তথ্য-প্রমাণাদির আলোকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের প্রয়োজনীয়তা থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব খোন্দকার নজমুল হাসান পিপিএম(বার)(বিপি-৭২৯৯০৩১২১১), অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত শেষে গত ২৯-১২-২০২৪ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগসমূহ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ হাসান নাহিদ চৌধুরী (বিপি-৭২০৫১১৬৯৭২), কমান্ড্যান্ট (পুলিশ সুপার) আরআরএফ, সিলেট ও সাবেক পুলিশ সুপার, শেরপুর-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি এবং অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় 'অসদাচরণ (Misconduct)'-এর অভিযোগ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী '০২(দুই) বৎসরের জন্য বেতন গ্রেডের নিম্নতরধাপে অবনমিতকরণ'-এর দণ্ড প্রদান করা হলো এবং যা ভবিষ্যতে সমন্বয় করা হবে না ।

জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০১ মাঘ ১৪৩১/১৫ জানুয়ারি ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২.২০২৫-৩২**—যেহেতু, জনাব এ কে এম সুলতান মাহমুদ (বিপি-৭২৯৬০১০৩১২), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), নারায়ণগঞ্জ জেলা হতে সংযুক্ত পিটিসি, টাঙ্গাইল সাবেক অফিসার ইনচার্জ হিসাবে কুলিয়ারচর থানা, কিশোরগঞ্জ এ কর্মরত থাকাকালে গত ১৮-০৩-২০২১ তারিখ কুলিয়ারচর থানাধীন পালটিয়া সাকিনস্থ জনৈক শাহিন খান এর পুকুরে একটি কিশোরী মেয়ের লাশ ভাসছে মর্মে ডিউটি অফিসারের মাধ্যমে অবগত হন। অভিযুক্ত জনাব এ কে এম সুলতান মাহমুদ (বিপি-৭২৯৬০১০৩১২), সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে ভিকটিম সাদিয়া আক্তার (১৪) এর মৃতদেহ পুকুরের পানিতে ভাসমান চিত অবস্থায় দেখেন। কুলিয়ারচর থানার নারী কনস্টেবল/৭৮৬ ববি আক্তার এর সহায়তায় এসআই (নিরস্ত্র) ইমদাদুল হক ভিকটিমের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুতকালে উপস্থিত সাক্ষীগণের সম্মুখে মৃতদেহের দুই বাহুতে সামান্য আঘাতের চিহ্ন এবং বাম কানের উপরে সামান্য আঘাতের চিহ্ন পান। নারী কনস্টেবল/৭৮৬ ববি আক্তার এর মাধ্যমে ভিকটিমের গোপনাঙ্গ পরীক্ষা করে যৌনাঙ্গে কিছু রক্ত দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে নারী কনস্টেবল/৭৮৬ ববি আক্তারসহ উপস্থিত মহিলাগণ উক্ত রক্ত ঋতুস্রাবের রক্ত মর্মে মতামত দেয়। এ বিষয়ে ভিকটিম সাদিয়া আক্তার (১৪) এর পিতা জনাব লাল চান মিয়া নিয়মিত মামলার এজাহার দাখিল না করে অপমৃত্যু মামলা রুজু করার জন্য থানায় লিখিত অভিযোগ দিলে উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কুলিয়ারচর থানার অপমৃত্যু মামলা নং ০৩/২০২১, তারিখ: ১৮-০৩-২০২১ রুজু হয়। পরবর্তীতে ভিকটিমের ময়না তদন্ত রিপোর্টে ময়না তদন্তকারী ডাক্তার ধর্ষণ ও হত্যা সংক্রান্ত মতামত প্রদান করেন। অভিযুক্ত জনাব এ কে এম সুলতান মাহমুদ (বিপি- ৭২৯৬০১০৩১২) উক্ত ঘটনায় নিয়মিত মামলা রুজু করার পরিবর্তে অপমৃত্যু মামলা রুজু করায় এবং যথাযথ গুরুত্বারোপ না করায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি -৪ (২) (খ) মোতাবেক 'লঘুদণ্ড' হিসাবে ০২ (দুই) বছরের জন্য "০১(এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" দণ্ড প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি আপিল আবেদন করেন; এবং

২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী গত ১৫-০১-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকারপক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া যায় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব এ কে এম সুলতান মাহমুদ (বিপি-৭২৯৬০১০৩১২), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), নারায়ণগঞ্জ জেলা হতে সংযুক্ত পিটিসি, টাঙ্গাইল ও সাবেক অফিসার ইনচার্জ, কুলিয়ারচর থানা, কিশোরগঞ্জ এর আপিল আবেদন মঞ্জুর করা হলো এবং তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি -৪ (২) (খ) মোতাবেক ০২ (দুই) বছরের জন্য "০১(এক) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" লঘুদণ্ডাদেশ বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১.২০২৫-৩৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন (বিপি-৮১০৬১০৪৫৯৯), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), অফিসার ইনচার্জ, ডিবি, ভোলা সাবেক অফিসার ইনচার্জ হিসাবে দুলারহাট থানা, ভোলায় গত ২৬-১২-২০১৯ হতে ০১-০৯-২০২০ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালে ২৭-০১-২০২০ তারিখ জনৈক মোসাঃ জাহানারা বেগম (৪৫) দুলারহাট থানায় হাজির হয়ে তার মেয়ে মোসাঃ ছুনিয়া (১৬) কে ধর্ষণ ও ধর্ষণের সহায়তার অভিযোগে আসামি ১. মোঃ ইনসান আলী (১৯), ২. মোঃ আনোয়ার হোসেন, ৩. মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন পাটোয়ারি ও ৪. মোঃ রফিক এর বিরুদ্ধে একটি এজাহার দায়ের করেন। এজাহারে ১ নং আসামি মোঃ ইনসান আলী (১৯) বাদিনীর মেয়েকে ধর্ষণ করে এবং অন্যান্য আসামিরা উক্ত ধর্ষণ কাজে সহায়তা করে বলে উল্লেখ করা হয়। বাদিনীর উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে দুলারহাট থানার মামলা নং ৯, তারিখ: ২৭-০১-২০২০, ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন/২০০০ (সংশোধিত/০৩) এর ৯(১)/৩০ রুজু করা হয় এবং অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক মামলা তদন্তের জন্য এসআই (নিরস্ত্র) বাদল কৃষ্ণকে দায়িত্ব প্রদান করেন। মামলাটি তদন্তকালে ২ জন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় অবশিষ্ট ২ জন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের জন্য তদন্তকারী অফিসার এসআই (নিরস্ত্র), বাদল কৃষ্ণ সাক্ষ্যের স্মারকলিপি দাখিল করলে পুলিশ সুপার সাক্ষ্যের স্মারকলিপিতে চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করেন। অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শক আসামি পক্ষের নিকট হতে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বৈধ লিখিত আদেশ অমান্য করে এজাহারনামীয় ২ জন আসামির স্থলে ১ জন আসামি, মোঃ ইনসান আলী (১৯) এর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিলের জন্য তদন্তকারী অফিসারকে বাধ্য করেন এবং প্রকৃত অপরাধীকে আইনের আওতায় সোর্পদ করা হতে বিরত থাকেন। এছাড়াও তিনি তার কর্মকালে থানার সাধারণ ডায়েরি (জিডি) যথাসময়ে সার্কেল অফিসে প্রেরণ না করে বিলম্বে প্রেরণ করেন। তদন্তকালে উল্লিখিত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ক) মোতাবেক 'গুরুদণ্ড' হিসাবে ০৪ (চার) বছরের জন্য "জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ অনুযায়ী মূল বেতন গ্রেড-৯ হতে গ্রেড-১০ এ অবনমিকরণ" এবং গ্রেড-১০ এর বেতন স্কেল (১৬০০০—৩৮৬৪০)এর সর্বনিম্ন ধাপ অর্থাৎ ১৬,০০০/- মূল বেতন নির্ধারণ করে দণ্ডের আদেশ প্রদান করা হয়।

২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ১৫-০১-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপিলকারী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন (বিপি-৮১০৬১০৪৫৯৯), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), অফিসার ইনচার্জ, ডিবি, ভোলা ও সাবেক অফিসার ইনচার্জ দুলারহাট থানা, ভোলা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ক) মোতাবেক 'গুরুদণ্ড' হিসাবে ০৪ (চার) বছরের জন্য "জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ অনুযায়ী মূল বেতন গ্রেড-৯ হতে গ্রেড-১০ এ অবনমিকরণ" এবং গ্রেড-১০ এর বেতন স্কেল (১৬০০০—৩৮৬৪০) এর সর্বনিম্ন ধাপ অর্থাৎ ১৬,০০০/- মূল বেতন নির্ধারণ করে দণ্ডাদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৪৫.২০২৪-৩৪**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আতিকুর রহমান (বিপি-৭৬০২১০২৪১২) পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ), অফিসার ইনচার্জ, ছাতক থানা, সুনামগঞ্জ জেলায় কর্মরত থাকাকালে গত ১৩-৬-২০১৮ খ্রিঃ দিবাগত রাতে অপরাধীরা জাউয়াবাজার ইউপিস্থ সুড়িগাঁও গ্রামের আয়দন বিবি (৭০) এর ঘরে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করে। ঘটনার সংবাদ পেয়ে এসআই (নিঃ) মোঃ মোক্তার আলী ও এসআই (নিঃ) নুর মোহাম্মদসহ সঙ্গীয় কনস্টেবল/১০২৩ বদরুল মিয়াসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এসআই (নিঃ) মোঃ মোক্তার আলী মৃত আয়দন বিবির সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। সুরতহাল রিপোর্টে এটি একটি হত্যাকান্ড মর্মে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও তাৎক্ষনিকভাবে কোনো নিয়মিত মামলা রুজু হয়নি। বাদী থানায় এজাহার দাখিল করলে আপিল আবেদনকারী কোনো মামলা রেকর্ড না করায় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রায় ২৫ (পঁচিশ) দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বাদী বিজ্ঞ আদালতে মামলা দায়ের করলে আদালতের নির্দেশে আপিল আবেদনকারী ছাতক থানার মামলা নং ৯, তারিখ-০৮-০৭-২০১৮ খ্রি. ধারা-৪৫৮/৩০২/১০৯/৩৪ পেনাল কোড রুজু করেন। উক্ত ঘটনাটি আমলযোগ্য অপরাধ হিসেবে পরিলক্ষিত হওয়ায় তৎকালীন অফিসার ইনচার্জ হিসেবে আপিল আবেদনকারীর উচিত ছিলো ভিকটিমের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ দাখিল না করলেও পুলিশ বাদী হয়ে মামলা রুজুর ব্যবস্থা করা। যথাসময়ে ব্যবস্থা না নেয়ায় আসামীদের অবস্থান নির্ণয়, আসামি গ্রেফতার ও ঘটনার মূল রহস্য উদঘাটনে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার এবং যা তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা, অদক্ষতা, উদাসীনতা ও অসদাচরণের শামিল। তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি- ৪(৩) (ক) মোতাবেক 'গুরুদণ্ড' হিসাবে ০৩ (তিন) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদান করা। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন; এবং

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ১৫-০১-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া যায় মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আতিকুর রহমান (বিপি-৭৬০২১০২৪১২) পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সাবেক অফিসার ইনচার্জ, ছাতক থানা, সুনামগঞ্জ জেলা (বর্তমানে অফিসার ইনচার্জ, শ্যামপুর থানা, ডিএমপি, ঢাকা) এর আপিল আবেদন মঞ্জুর করা হলো এবং তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসাবে "০৩ (তিন) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিকরণ" গুরুদণ্ডাদেশ বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৫৫.২০২৪-৩৫**—যেহেতু, জনাব গাজী মিজানুর রহমান (বিপি-৬৯৯৬১১৭৬৪৪), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), পিবিআই, নারায়ণগঞ্জ সাবেক পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) হিসাবে সিআইডি, নারায়ণগঞ্জ-এ কর্মরত থাকাকালে গত ১৯-০৩-২০২১ হতে ২২-০৩-২০২১ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিনের অনুমতি এবং ০২ (দুই) দিনের নৈমিত্তিকসহ মোট ০৪ (চার) দিনের ছুটিতে গমন করেন। ছুটিতে যাওয়ার সময় তিনি সিআইডি অস্ত্রাগারে নিজ নামে ইস্যুকৃত অস্ত্র-গুলি জমা প্রদান করেননি। তিনি ছুটিতে থাকা অবস্থায় গত ২১-০৩-২০২১ তারিখ ডিএমপি, ঢাকার মোহাম্মদপুর জোন এলাকার বছিলা গার্ডেন সিটি সংলগ্ন গ্রীন সিটির জমিতে দেওয়াল নির্মাণের কাজ চলাকালে জমি নিয়ে বিরোধরত প্রতিপক্ষের কতিপয় সন্ত্রাসী মারপিটপূর্বক আহত করে সরকারি পিস্তল নিয়ে যায়। তদপ্রেক্ষিতে মোহাম্মদপুর থানার মামলা নম্বর-৯৫, তারিখ: ২২-০৩-২০২১ তারিখ ধারা-১৪৩/৩২৩/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৭৯/৫০৬ পেনাল কোড রুজু এবং সরকারি পিস্তলটি উদ্ধার হয়। তিনি একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে ছুটি গমনকালীন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে নিজ নামে ইস্যুকৃত সরকারি অস্ত্র-গুলি অস্ত্রাগারে জমা প্রদান না করে নিজ হেফাজতে রাখেন। ইস্যুকৃত সরকারি অস্ত্র সন্ত্রাসীদের কবল থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ায় জনসমক্ষে সু-শৃঙ্খল পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, অনুসন্ধান প্রতিবেদন সাক্ষীদের জবানবন্দী, তদন্ত প্রতিবেদনে অসদাচরণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক 'লঘুদণ্ড' হিসেবে ২ (দুই) বছরের জন্য "বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" এর আদেশ প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ১৫-০১-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপিলকারী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব গাজী মিজানুর রহমান (বিপি- ৬৯৯৬১১৭৬৪৪), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), পিবিআই, নারায়ণগঞ্জ ও সাবেক পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) সিআইডি, নারায়ণগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক ২ (দুই) বছরের জন্য "বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" 'লঘুদণ্ডাদেশ' বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৫৬.২০২৪-৩৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ নাজমুল হুদা বিপি-৬৮৯৩০১০২৭৬, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সাতক্ষীরা জেলার পাটকেলঘাটা থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্বে থাকাকালে জনৈক রুমি খাতুন, পিতা-আকরাম সরদার, সাং-কাটাখালী, থানা- পাটকেলঘাটা, জেলা- সাতক্ষীরা গত ১৫-১১-২০২১ খ্রিঃ স্বামী তারিকুল ইসলামসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযোগের বিষয়টি ধর্তব্য অপরাধের শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪ ধারার বিধান মোতাবেক নিয়মিত মামলা রুজু করেনি অভিযুক্ত পাটকেলঘাটা থানায় কর্মরত এসআই (নিঃ) শেখ মোঃ বুলবুল আহম্মেদ (বিপি-৭৮৯৮০৪৪৯৫৭) এর মাধ্যমে যোগসাজশে অভিযোগকারী রুমি খাতুন, পিতা-আকরাম সরদার, সাং-কাটাখালী, থানা- পাটকেলঘাটা, জেলা-সাতক্ষীরা এর মাতা ঝর্না বেগমের নিকট থেকে এসআই (নিঃ) শেখ মোঃ বুলবুল আহম্মেদ এর বিকাশ নং ০১৭১৭১১৮৩৬৮ এর মাধ্যমে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা উৎকোচ গ্রহণ করতঃ পাটকেলঘাটা থানার মামলা নং-১১, তারিখ ২০-১১-২০২১ খ্রিঃ ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১(গ)/৩০ রুজু করেন। মামলা রুজুতে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হলে অভিযুক্ত উল্লেখিত ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা গত ২১-১১-২০২১ খ্রিঃ তারিখ অভিযোগকারী রুমি খাতুনের মাতা ঝর্না বেগমকে ফেরত প্রদান করেন। এমন অভিযোগটি গৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রমাণিত হয়েছে। অভিযুক্তের বিভাগীয় মামলা নং-৪৬, তারিখ ২৭-০৭-২০২৩ খ্রিঃ সংক্রান্তে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা মতামত প্রদান করেছেন। তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে একমত পোষণ করে তাকে উল্লিখিত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত পুলিশ পরিদর্শককে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে "০২ (দুই) বছরের জন্য নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিকরণ" দণ্ড প্রদান করা হলো। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন; এবং

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ১৫-০১-২০২৫ তারিখ আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ নাজমুল হুদা বিপি-৬৮৯৩০১০২৭৬, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), সাতক্ষীরা জেলার পাটকেলঘাটা থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ(বর্তমানে এটিইউ ঢাকায় কর্মরত)"এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে "০২ (দুই) বছরের জন্য নিম্ন বেতন গ্রেডে অবনমিকরণ" দণ্ড প্রদান করা হয়। গুরুদণ্ডের আদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৭ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.১০৬**—জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিপিএম-সেবা (বিপি-৯১১৮২২০৪৯৫), সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, ডিএসবি, ঢাকা জেলা বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, রংপুরে সংযুক্ত-কে পুলিশ অধিদপ্তরের ২২-১-২০২৫ তারিখের ৪৪.০১.০০০০.০১১.১৯.০৩৩.২৫-৫৯ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে জননিরাপত্তা বিভাগের ১৬-১-২০২৫ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০২৬.২১.৭৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো। তার রংপুর রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্তির আদেশ বহাল থাকবে।

২। সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

আদেশ

তারিখ : ১৯ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি.

নং **৭৪/২০২৫/কাস্টমস/৬৭০**।—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২ এর উপ ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউস প্রতিষ্ঠান মেসার্স ঢাকা ওয়্যার হাউস লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-০৭/এসবিডব্লিউ/১৯৮১, তারিখ: ১১-০৪-১৯৮১ খ্রি:) এর ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নিম্নরূপে নির্ধারণ করিল:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ
০১।	মেসার্স ঢাকা ওয়্যার হাউস লিমিটেড	৬,০০,০০০.০০ (ছয় লক্ষ) মার্কিন ডলার

মোঃ আল আমিন
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।